পৌরাণিক পঙ্করং

OR

e Eighth Wonder of the World.

(রয়েল বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত)

Some rhyme a neibor's name to lash ;
Some rhyme (vain thought !) for needfu' cash ;
*   *   *   *   *
For me, an aim I never fash ;
I rhyme for fun.   *Burns.*

"নাট্য-বিকার" রচয়িতা-প্রণীত।

(কলিকাতা [illegible] ষ্ট্রীট হইতে)
শ্রীজানকীনাথ বস্থ কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা
৬ নং ভীম ঘোষের লেন, গ্রেট ইডিন প্রেস,
ইউ, সি, বস্থ এণ্ড কোম্পানীর দ্বারা মুদ্রিত।
১২৯৮।

মূল্য।০ চারি আনা।

রয়েল বেঙ্গল থিয়েটারে প্রথম অভিনয়ের তারিখ।

(২৪এ ডিসেম্বর ১৮৯০। ১০ই পৌষ ১২৯৭।)

বুধবার—খ্রীষ্টমাস্ ঈভ্।

পুরুষগণ।

রণবীর সিংহ	(বাবু গণেশচন্দ্র ঘোষ)	সিংহলরাজ্যের সেনাপতি।
ভাস্কর	(„ যোগেন্দ্রনাথ ঘটক)	ঐ বিচারপতি।
রামানন্দ	(„ নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)	ঐ পোতাধ্যক্ষ।
বিশ্বনাথ	(„ প্যারীলাল সা)	ঐ কোষাধ্যক্ষ।
শশীশেখর (শশী)	(„ শশীন্দ্রনাথ দে)	রণবীরের ভৃত্য।
রণবীরবেশী মদন	(„ গোপাল লাল দত্ত)	
শশীবেশী বসন্ত	(„ কুঞ্জবিহারী বসু)	

মদন, বসন্ত, ভৃত্য, রক্ষিদ্বয়, সন্ন্যাসী, জয়ন্ত।

স্ত্রীগণ।

মেঘমালা	(শ্রীমতী নরেন্দ্রকুমারী)	রণবীরের স্ত্রী।
চম্পকলতা (চাঁপা)	(„ রাণী)	ঐ দাসী।
কাত্যায়নী (কাতি)	(„ নিস্তারিণী)	ঐ ঐ ও শশীর স্ত্রী।
লক্ষ্মী	(„ রাজলক্ষ্মী)	
সরস্বতী	(„ হরিদাসী)	

রজনীদেবী, দাসীগণ, অপ্সরাগণ।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার।

সুরুচি-পরিচায়ক দৃশ্যপট ও বেশভূষাদির ব্যবস্থা করিয়া যিনি রঙ্গমঞ্চে পঞ্চরংয়ের রং সমুজ্জ্বল করিয়াছেন, সেই কলা-প্রিয় "প্রিয়" বন্ধুর নিকট গ্রন্থকার কৃতজ্ঞতাপাশে গ্রন্থিত রহিলেন।

পৌরাণিক পঞ্চরং।

In the dead waist and middle of the night.—*Hamlet.*

পূর্ব্বরং—শৈলমালা।

(মদন ও বসন্ত)

মদন। ব্যাপারটা কি হে সখা? দেবরাজের আবার এত রাত্রে তলব কেন?

বসন্ত। ওহে, দেবরাজ আবার একটা নতুন খেল খেলতে চান। তোমাকে আর আমাকে তাঁর সাহায্য করতে হবে।

মদন। না ভাই, আমি আর ওর ভেতর নাই। একবার সাহায্য করতে গিয়ে তো ভস্মীভূত হয়েছিলেম। সেই জন্য পৃথিবীতে আমাকে "পোড়া-মদন" বৈ আর কিছুই বলে না। ওসব কর্ম্ম আমা হ'তে হচ্ছে না।

বসন্ত। নাহে না, কোন ভয় নাই।

মদন। না, ভয় আর কি? আমি পুড়ে ছাই হ'য়ে যাব, তার পর তুমি এসে একবার 'হা সখে!' বলে আছাড় খেয়ে পড়বে, তা হ'লেই আমার অঙ্গ জল হয়ে যাবে! দেবরাজ আবার কি কীর্ত্তি করবেন? আবার অহল্যার পালা নাকি?

বসন্ত। হাঁ, সেই রকম বটে। এবার কিন্তু তোমার সাজবার পালা।

মদন। না ভাই, আমার পঞ্চ বাণ আছে, আমি তাই নিয়েই সন্তুষ্ট আছি; আর সহস্র লোচন চাইনে।

বসন্ত। শোননা, বড় মজাদারি ব্যাপার হবে। সিংহলের সেনাপতি রণবীর সিংহ কঙ্কনরাজের সঙ্গে যুদ্ধ করে তার প্রধান সেনাপতি অমরসিংহকে বধ করে দেশে ফিরে যাচ্ছে, তোমাকে সেই রণবীর সিংহের রূপ ধরে আর তার বাড়ীতে গিয়ে তার স্ত্রী মেঘমালার সঙ্গে এই রাতারাতিই দেখা করতে হবে।

মদন। তবেই হয়েছে! তারপর রণবীর-গৌতম এসে যখন উত্তম মধ্যম দেবে, তখন তুমি বুঝি একটা 'হা সখে!' বলে আমার প্রাণরক্ষা করবে?

বসন্ত। ভয় পাচ্ছ কেন? শোননা, আমি তার চাকর শশীর রূপ ধারণ করবো। সে আর তার চাকর শশী জাহাজ থেকে নেবে আগিয়ে আসছে। তাদের পৌঁছবার আগেই আমাদের কার্য্য নির্ব্বাহ করতে হবে। কিন্তু সাবধান, দেবরাজ বলে দিয়েছেন কোন পাপকার্য্য করা হবে না।

মদন। দেবরাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য। তা এদিকে যে রাত্রি প্রভাত হ'য়ে এল?

বসন্ত। আমি সূর্য্যদেবকে বলে ক'য়ে ঠিক করে এসেছি যে সে একদিন ওঠা বন্ধ রাখবে। সে কি রাজী হয়? সে বলে, তা হ'লে দুঃখী লোকজনের একটা রোজ মারা যাবে আর তারা শাপ দেবে। আমি বোঝালেম যে দেখ, আদালতের অপূর্ব্ব বিচার আর দোকানদারের ঠকান আর মিউনিসিপ্যালিটির অত্যাচার—এগুলো তো একদিনের জন্যও বন্ধ থাকবে? তা

সে রাজী হয়েছে। আমাদের কাজ হ'য়ে গেলেই তাকে উঠতে বলবো। একবার রজনীদেবীকে স্মরণ করি।

(রজনীদেবীর আবির্ভাব)

বসন্ত। দেবি, দেবরাজের ইচ্ছা আর অনুরোধ যে আপনি এখন অস্ত যাবেন না।

রজনী। বেশ বল্লে তো? শুঁড়ীদের শাপ লাগবে—তাঁকে না আমাকে?

বসন্ত। তার জন্য ভয় কচ্ছেন কেন? লুকিয়ে মদ বেচা যে রকম চলছে, তাতে দিনের বেলার চেয়ে রাত্রিতে তাদের অধিক লাভ। আপনি সাত ভাই নক্ষত্রকে আর শুকতারাকে বলে দিন যেন এখনি গড়িয়ে না পড়ে। দেবরাজের আদেশে আজ রাত্রে আমরা মর্ত্ত্যে গিয়ে লীলা করবো।

রজনী। রাত্রের লীলা মর্ত্ত্যে যথেষ্টই হয়ে থাকে, আর তোমরা গিয়ে ভিড় বাড়াও কেন?

বসন্ত। আপনি সাক্ষ্য, আমরা কোন পাপকাজ করবো না। আমাদের আমোদ নির্দ্দোষ কি না দেখে নেবেন। চল সখা, তুমি রণবীরের বেশ ধারণ করে, আর আমি তার সেই হতভাগা চাকরটার রূপ ধরে, চল দুজনে সিংহলে যাই।

মদন। যদি রূপধারণ ঠিক ঠিক না হয়?

বসন্ত। এইতেই ভয়? ভুলে গেলে বুঝি যে তোমার আশীর্ব্বাদে পুরুষে পেত্নীকে পদ্মিনীর মত দেখে, আর স্ত্রীলোকে কালপেঁচাকে তোমার মত রূপবান মনে করে?

[সকলের প্রস্থান।

Some Cupid kills with arrows, some with traps.

As you like it.

একরং—কক্ষ।

(মেঘমালা)

মেঘ। আজও তো যুদ্ধের কোন খবর পেলেম না। প্রাণ-নাথের জন্য প্রাণ বড় কাতর হয়েছে। যদি তিনি যুদ্ধে প্রাণ হারিয়ে থাকেন ? ওঃ, এ কথা মনে হ'লেই প্রাণ যেন দেহশূন্য হয়ে পড়ে !

(সবেগে চাঁপার প্রবেশ)

চাঁপা। ঠাকরুণ ! খবর ভাল, খবর ভাল !

মেঘ। কি খবর ? যুদ্ধের ?

চাঁপা। ও কোন কাযের কথা নয়।

মেঘ। তবে কি সেনাপতির ?

চাঁপা। ওটাও কোন কাযের কথা নয়।

মেঘ। বল্‌না চাঁপা, আমার প্রাণনাথের ভাল খবর জানিস তো বল্, আমি তোকে পুরস্কার দেব।

চাঁপা। এইটে কাযের কথা !

মেঘ। সেনাপতি কি যুদ্ধে জয়ী হয়েছেন ?

চাঁপা। আমি মহাদেবের কাছে বর নিয়েছিলেম যে যদি আমি তোমাকে জেতার খবর দিতে পারি, তা হ'লে তুমি আমাকে পাঁচটা মোহর দেবে।

মেঘ। তা দেব ; তিনি ভাল আছেন তো ?

চাঁপা। এটা যে আবার নতুন কথা হ'ল ! তা এর জন্যেও বর নিয়েছিলেম যে আরও পাঁচ মোহর পাব। তা, ঠাকুরের ধার রাখতে নেই।

মেঘ। তিনি ভালোয় ভালোয় ফিরে এলে আমি ধার শোধ করে দেব।

চাঁপা। আরো আমি বর নিয়েছিলেম যে যদি আমি ঐ দুটো খবর দিতে পারি, তা হ'লে তুমি আমার আর একটী প্রার্থনা শুনবে, তাতে পয়সা খরচ নেই।

মেঘ। বল্ বল্—আমায় দগ্ধাস কেন? সেনাপতি ফিরে এসেছেন?

চাঁপা। আগে বল যে এতদিন ধরে আমি যেমন রাত্রে তোমার বিছানায় শুতেম, আজও তেমনি থাকবো?

মেঘ। এতো সামান্য কথা, তাই হবে।

চাঁপা। তা হ'লে, সেনাপতি মশাই যুদ্ধ জিতে ভালোয় ভালোয় ফিরে এসেছেন। তিনি দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন, আমি দরজার ফাটলা দিয়ে দেখে ছুটে তোমায় বলতে এলেম।

মেঘ। তুই দরজা খুলে দিলিনি?

চাঁপা। আমি এমনি বোকা কিনা? তা হ'লে আগে খবর দিয়ে দশটা মোহর কে পেত? আমি কাতিকে বলিছি, সে সঙ্গে করে আনছে।

(রণবীরবেশে মদন ও কাতির প্রবেশ)

রণ-মদন। প্রিয়ে, ভগবানকে ধন্যবাদ দাও যে আবার আমি তোমার চন্দ্রবদন দেখতে পেলেম।

মেঘ। নাথ, নাথ! আবার যে তোমায় দেখতে পাব, তা আর মনে ছিল না।

কাতি। মশাই, আপনার চাকরের খবর কি? ঠাকরুণের যেমন আপনি আছেন, এ গরিবেরও তো তেমনি একজন আছে?

চাঁপা। ভাস্কর হাকিমের খবর ভাল তো? সে যদি খুব পয়সা এনে থাকে তা হ'লে তাকে আমি বিয়ে করবো বলে মহাদেবের কাছে বর নিয়েছিলেম, আর তা যদি না হয়—

মেঘ। যুদ্ধের কথা তো কিছুই বল্লেনা? আমাদের সব শত্রু মরেছে তো?

কাতি। আমার কথায় জবাব আগে দিন, আমি আগে জিজ্ঞেস করেছি।

চাঁপা। তুই থাম্ না—তোর সে সোয়ামী বৈ তো নয়? আমার কথার উত্তরটা আগে দিন।

রণ-মদন। শশী ভাল আছে, ভাস্করও খুব পয়সা করেছে। দুজনেই আসছে, আমি এগিয়ে পড়েছি।

মেঘ। আর, আমি বুঝি কেউ নই।

রণ-মদন। এরা যে টেনে হিঁছড়ে জবাব বের করে নিলে! তোমাকে সব খুঁটিয়ে বলবো অখন। কত কথাই মনে আছে, তা এক এক করে সব বলবো। আজ আমি বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, বিছানায় শুয়ে শুয়ে বলবো।

মেঘ। কাতি! যা, বিছানা সাজিয়ে দিগে যা।

[কাতির প্রস্থান।

চাঁপা। তা বটে, কিন্তু ওঁকে আজ একলা শুতে হবে যে!

মেঘ। হাঁ, একরকম স্বীকার করেছি বটে।

চাঁপা। একরকম স্বীকার করেছ? বেশ! (ক্রন্দন) আমি মহাদেবের কাছে মানত করেছিলেম—তা আমি কি ধেরো হয়ে থাকবো?

রণ-মদন। তা, কি হ'লে ধার শোধ যায় বল্, আমি

এখনি দিচ্ছি। (অঙ্গুরী দিয়া) নে, এইটে দিয়ে মহাদেবের দেনা শোধ কর্।

চাঁপা। আচ্ছা, এখন ছুটি দিলেম, কাল সকালে আবার শেষতোলানির টাকা নেব তবে ছাড়বো।

[প্রস্থান।

Farewell ! A word that must be, and hath been—
A sound which makes us linger ;—yet—farewell !

Byron.

দ্বিরং—বাটীর সম্মুখ।

(লণ্ঠন-হস্তে শশীর প্রবেশ, অন্তরালে লণ্ঠন-হস্তে শশীবেশী বসন্ত)

শশী। এই অন্ধকার রাত্রে পাঠান কেন বাবু? একটা রাত কি আর সবুর সইল না? আর আমি বেটা কি আহাম্মক! যে খবর দেবার বকসিসের লোভে পড়ে একলা এসে ভূতের হাতে প্রাণটা হারাতে বসলেম! বাবা, ভয়েতে আমার প্রাণটা তো একেবারেই নেই, তা যে টুকু বাকী আছে, বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছুতে তাও যে থাকে এমন তো বোধ হয় না। বড়লোকের চাকর হওয়া কি ঝকমারির কাজ! (চারিদিক দেখিয়া) এই বোধ হয় আমাদের বাড়ী, আঃ ঠাকুর বাঁচালে!—না না, এখন ঠাকুরকে ডাকা হবে না, আগে বকসিসটা আদায় করি, তার পর একেবারে ডেকে নেব এখন। যদি এখন ডাকি আর বাড়ী ঢোকবার আগে যদি একটা কুকুরে তাড়া করে, তা হ'লে যে কেবল বাজে বকুনিই সার হবে!

শশী-বসন্ত। (স্বগতঃ) বেটা কি পাজী! রোস্ বেটা, তুই বাড়ী ঢুকিস্ কেমন করে তা দেখছি।

শশী। বাড়ী গিয়ে তো ঠাকরুণকে যুদ্ধের খবর দিতে হবে। কি রকম কথাবার্ত্তা হবে, সেটা কেন একবার আউড়ে নিই না? (লণ্ঠন রাখিয়া) এইটিই যেন আমার ঠাকরুণ—আগে পেন্নাম করতে হবে—(প্রণাম) তার পর বলবো, "ঠাকরুণ, সেনাপতি মশাই আমাকে খুব বিশ্বাসী জেনে আমাকে দিয়ে যুদ্ধের খবর পাঠিয়ে দিলেন।" তার পর ঠাকরুণ বলবেন, (নাকি সুরে) "কেরে, শশী? তোকে দেখে আমার প্রাণটা যেন ধড়ে এল!"—এর চেয়ে কম আর কি বলবেন? তার পর আমি বলবো, "ঠাকরুণ, আপনি আমাকে যথেষ্ট ভালবাসেন কি না?"—ঠিক উত্তর হয়েছে! তার পর ঠাকরুণ বলবেন, (নাকি সুরে) "আমার প্রভু কেমন আছেন? তিনি কবে আসবেন? তার পর আমি বলবো, "যত শীগ্‌গির পারেন তখনি আসবেন।" তার পর ঠাকরুণ বলবেন, (নাকি সুরে) "তিনি কি বল্লেন, কি কল্লেন?" আমি উত্তর দেব, "তিনি কিছুই করেননি, আর বল্লেন তার চেয়েও কম।"—বা বা বাঃ! এ সব কথা আমি কোত্থেকে শিখলেম রে! (আকাশ দেখিয়া) রাত যে আর পোহায় না! সাত ঘণ্টা আগে সাত ভাই চম্পাকে যেখানে দেখেছিলেম, এখনও যে ঠিক সেইখানে সে বেটারা বসে রয়েছে! সুয্যি মামার ব্যাপারখানা কি? বোধ হয় মামাবাবু তাঁর দাদাবাবুর দোকান থেকে কিছু বেশী মাত্রায় পাত্র চালিয়েছেন, তাই এখনো উঠতে পারেননি।

শশী-বসন্ত। (স্বগতঃ) মানুষ বেটাদের স্পর্দ্ধা দেখ! দেবতাদের সঙ্গে এই রকম ইয়ার্কি দেয়! রোস্ বেটা, এখনি তোর সুর বদ্‌লে দিচ্ছি। (অগ্রসর হওন)

শশী। (চমকিত হইয়া) বাবা, এ আবার কি? এটা কি রাক্ষস না ভূত? তা যেই হ'ক না কেন, আমার কিন্তু বেজায় ভয় লেগেছে। একটা গান ধরা যাক, তা হ'লে মনে করবে যে আমি ভয় পাইনি। (সুরে)

"প্রাণে প্রাণ পেয়েছি প্রাণসজনী, প্রাণেশের প্রয়োজনে।"

শশী-বসন্ত। এত রাত্রে কার গাধা চেঁচাচ্ছে?

শশী। (স্বগতঃ) বেটার আস্পর্দ্ধা তো কম নয়, আমায় গাধা ঠাউরেছে!

শশী-বসন্ত। উঃ কি একটা গন্ধ এদিকে আসছে!

শশী। না, এটা নিজ্জস রাক্ষস, তাই "হাঁউ মাউ খাঁউ, মনিষ্যির গন্ধ পাঁউ" বলছে। ভাল, এখন গাধা না ঠাউরে যে মনিষ্যি মনে করেছে, এইটেই যথালাভ!

শশী-বসন্ত। উঃ বড় পচা গন্ধ আসছে!

শশী। বোধ হয় আমার আত্মাপুরুষ মরে পচে গিয়ে থাকবে, এ তারির গন্ধ পাচ্ছে। এইবার সরে পড়ি। (পলায়নোদ্যোগ)

শশী-বসন্ত। দাঁড়া, কে তুই?

শশী। আমি মানুষ।

শশী-বসন্ত। কি রকম মানুষ?

শশী। ভালমানুষ।

শশী-বসন্ত। কার ভালমানুষ?

শশী। যে আমাকে কিছু না বলবে, তারি। (স্বগতঃ) শশি, ভড়্কে যেও না।

শশী-বসন্ত। কি রকম মানুষ, শুনি?

শশী। শুনবে আবার কি? এই দেখনা—এই দু-পা-ওয়ালা। (স্বগতঃ) ভয় খেওনা শশি, এটা বোধ হয় আমার চেয়েও ভয়ন্তরাসে হ'তে পারে!

শশী-বসন্ত। তুই কোথা থেকে আসছিস আর কোথায় যাচ্ছিস? ঠিক ঠিক জবাব দে, তা না হ'লে তোর মাথা থাকবে না!

শশী। ঠিক ঠিক জবাব দিচ্ছি। যেখান থেকে আসা হচ্ছে, সেইখান থেকেই আসছি, আর যেখানে যাবার কথা, সেইখানেই যাচ্ছি।

শশী-বসন্ত। (কাণ মলিয়া দিয়া) চালাকি পেয়েছিস?

শশী। (স্বগতঃ) উহুঁঃ, এর সঙ্গে আর বাড়াবাড়ি করা হচ্ছে না। (প্রকাশ্যে) আমি তো আর তোমার মতন গোঁয়ার নই যে তোমার সঙ্গে মারামারি করে এই পাড়ার লোকের ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেব? তা এখন আমি আসি, নমস্কার। (গমনোদ্যোগ)

শশী-বসন্ত। (ধরিয়া) যাস্ কোথা?

শশী। যেখানে তোমার আঙ্গুলগুলো না পৌছয় সেইখানে গিয়ে দাঁড়াই। আমাকে ঐ বাড়ীর দরজার কাছে যেতে দেবে?

শশী-বসন্ত। কেন, ওখানে তোর কি দরকার?

শশী। ওটা যে আমার মনিবের বাড়ী।

শশী-বসন্ত। তোর আর তোর মনিবের কি কোন নাম নেই?

শশী। থাকবে না কেন? আমার মনিবের নাম রণবীর সিংহ— শোন আর মূর্চ্ছো যাও।

শশী-বসন্ত। কে? আমার সেনাপতি-প্রভু?

শশী। কেমন! নাম শুনেই তোমার চক্ষুঃস্থির হয়ে গেছে যে! তবু এখনো আমার নাম বলিনি!

শশী-বসন্ত। সেটা কি শুনি?

শশী। আঃ, তুমি তো বড় উৎপাত করলে? আমার নাম আবার কি হবে? শশী—শশী।

শশী-বসন্ত। কি? শশী? কতদিন তুই এই নামে চলছিস?

শশী। যতদিন আমার ভাত হয়েছে!

শশী-বসন্ত। বটেরে পাজী! আবার মিছে কথা? (যষ্টিপ্রহার)

শশী। আহাহা! শোনই না কেন ছাই? কেন, আমার নামের অপরাধটা কি? তালব্য শ আর আর একটা তালব্য শ-এ দীর্ঘ ঈকার; তোমার চৌত্রিশটা অক্ষরের মধ্যে একটা অক্ষর নিয়ে ঘরকন্না করি, এও কি তোমার প্রাণে সইলো না?

শশী-বসন্ত। না, ও নামের সঙ্গে আমার কোন ঝগড়া নেই, কিন্তু ও নামতো তোর নয়।

শশী। কি? আমি শশী নই?

শশী-বসন্ত। না, ফের যদি 'শশী' হবি তো দেখতে পাবি।

শশী। তা, আমায় যে নামে ডাকনা কেন, আমি কিন্তু রণবীরসিংহের চাকর, আর আমার নামের গোড়াকার অক্ষরটা তালব্য 'শ'। আচ্ছা, আর আমার নাম তো 'শশী' নয়; তারপর, আমার মনিব আমাকে যুদ্ধের খবর দিতে তাঁর বাড়ীতে পাঠাননি?

শশী-বসন্ত। না।

শশী। এঃ! আমাদের দুজনের মধ্যে একজন যে ভারী মিথ্যাবাদী দেখছি। তা কে যে সে, তার এখন বিচার করবার দরকার নেই।

শশী-বসন্ত। দেখ্, আমার নাম 'শশী', আর তোর নাম 'শশী' নয়।

শশী। তা সেটা প্রমাণ করতে পারলে বড় ভাল হয়! তা হ'লে আর আমাকে পড়ে পড়ে মার খেতে হয় না। তোমাকেই আমি ঠেঙ্গাতে সুরু করি।

শশী-বসন্ত। বদমাইসি জুড়িছিস?

শশী। আঃ একটু থামনাগো! একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?

শশী-বসন্ত। কি বল্।

শশী। এ দেশটা তো সিংহল?

শশী-বসন্ত। কে বল্লে 'নয়'?

শশী। এ বাড়ীটা তো রণবীর সিংহের?

শশী-বসন্ত। কে বল্লে 'নয়'?

শশী। আমি মনে করেছিলেম বুঝি তাও নয়। আচ্ছা, তারপর রণবীর সিংহ কঙ্কন থেকে ফিরে আসবার সময় তার একটা চাকরকে বাড়ীতে পাঠিয়েছেন কি না? সে চাকরটার নাম এখন করছিনি।

শশী-বসন্ত। এ সব স্বীকার কল্লেম। এখন কথা হচ্ছে যে, সে চাকরটা কে?

শশী। এখন যুদ্ধ না জিরেন?

শশী-বসন্ত। জিরেন।

শশী। ভাল, তুমিই যে সেই চাকর,—আমি তার নাম কচ্ছিনে—তার প্রমাণ কি আছে বল তো দাদা?

শশী-বসন্ত। তুই জিজ্ঞেস কর্।

শশী। আচ্ছা, তোমার বাপের নাম কি?

শশী-বসন্ত। ঈশানচন্দ্র; আমার এক ভগ্নী আছে, তার দুটী ছেলে।

শশী। এ সব ঠিক বটে! আচ্ছা, তোমার স্ত্রীর নামটা কি বল দেখি?

শশী-বসন্ত। কাতি; তার মুখও যেমন, হাতও তেমনি ছোটে।

শশী। ঠিক বটে। (স্বগতঃ) এই তবে আমি। তা এসব কথা তো কারো কাছে শুনে থাকতে পারে। এইবার একটা লুকোন কথা জিজ্ঞেস করি। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, সেনাপতি মশাই যুদ্ধ থেকে লুটের জিনিষ কি আনছেন বল দেখি?

শশী-বসন্ত। একটা বড় হীরের আংটী—সেটা অমরসিংহ পরতো।

শশী। সেটা নিয়ে তিনি কি করবেন বল দেখি?

শশী-বসন্ত। ঠাকরুণকে দেবেন।

শশী। এখন সেটা কোথায় বল দেখি?

শশী-বসন্ত। একটা বাক্সের ভিতর, সেনাপতি মহাশয়ের শীলমোহর করা।

শশী। (স্বগতঃ) এটাও ঠিক বলেছে! তা এও তো কারোর মুখে শুনে থাকতে পারে। এইবারে একটা নিজের কথা জিজ্ঞেস করে দেখি। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, তুমি যদি শশী হ'লে, তা হ'লে যুদ্ধের সময় কি করছিলে বল দেখি দাদা?

শশী-বসন্ত। সেয়ানা লোকে যা করে থাকে, একটা ঝোপের ভিতর লুকিয়ে ছিলেম।

শশী। (স্বগতঃ) না, আর চল্লো না; এই তবে আমি। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, সেখানে বসে বসে কি করছিলে বল দেখি?

দেখ, একটা আধটা মিছে কথা চালিও, তা না হ'লে কেমন করে বুঝতে পারবো যে তুমিই আমি!

শশী-বসন্ত। সেখানে বসে বসে সেনাপতির তাঁবু থেকে চুরী ক'রে ক্ষীরের লাড্ডু খাচ্ছিলেম।

শশী। (স্বগতঃ) এইবারেই আমায় কুঁপোকাৎ কল্লে! আর ঘাঁটান হবে না, অনেক কথা বেরিয়ে যাবে! এ বেটা দেখতেও তো আমার মতন। কি হ'লো, কিছুই তো বুঝতে পারছিনে ছাই! (প্রকাশ্যে) ভাল, তুমিই শশী, তা যেন মেনে নিলেম—তবে আমি কে? বোধ করি আমি তবে আর কেউ হব?

শশী-বসন্ত। যখন আমার আর 'শশী' হবার মন হবে না, তখন তুই আবার শশী হবি।

শশী। ভাল তাই হবে; তা যদিও আমি 'শশী' নই—তা একবার ঐ বাড়ীতে ঢুকবো কি?

শশী-বসন্ত। তুই যখন 'শশী' নস্, তখন ও বাড়ীতে তোর ঢোকবার দরকার কি?

শশী। কাজ নেই বাবা! ফিরে গিয়ে মনিবকে জিজ্ঞেস করিগে যে আমি 'শশী' কি না! যদি বলে 'না', তা হ'লে গোবড়েনের হাত থেকে তো বেঁচে যাই! আর যদি বলে 'হাঁ' তা হ'লে আমি 'শশী' হলেম। সেটা ভাল বটে কিন্তু ঠাকরুণের কাছে যে খবর দিতে পারলেম না, তার দরুণ আবার ধাক্কা সামলাবে কে?—না, আমার শাঁকের করাত হ'লো দেখছি!

(মশাল হস্তে দাসীগণ, পশ্চাতে রণবীর-বেশী মদন, মেঘমালা, ও চাঁপার প্রবেশ)

রণ-মদন। আলোগুলো সরিয়ে নাও, আমার ইচ্ছে নয়

যে কেউ আমাকে দেখতে পায়। এখন আমি জাহাজে চল্লেম, অনেক কাজ মেটাতে বাকী আছে, তারপরে আমি সমারোহ ক'রে ফিরে আসবো।

মেঘ। এতদিনের পর এলে, একটা রাত বই রইলে না?

রণ-মদন। আর দেরি করতে পারিনে; ঐ দেখ প্রভাত হ'য়ে এল।

মেঘ। আমি তোমাকে প্রাণ থাকতে ছেড়ে দেব না।

রণ-মদন। (সহাস্তে) আমাকে পূরো প্রেমিক সাজালে যে! বিদায় দাও, আসি প্রিয়ে! শীঘ্রই আসবো। যখন তোমার স্বামীর সঙ্গে আবার দেখা হবে, তখন যেন এই প্রেমের ভাবটী মনে থাকে!

[চাঁপা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

(শশী-বসন্তের প্রবেশ)

শশী-বসন্ত। (স্বগতঃ) চাঁপা মাগীকে নিয়ে একটু রং করি। (প্রকাশ্যে) চাঁপা! কেমন আছিস রে?

চাঁপা। বলি ও শশে, খবর কিরে? আমার ভাস্কর হাকিম কেমন আছে? খুব পয়সা করেছে তো?

শশী-বসন্ত। তোকে ভালবাসতে ভাস্কর হাকিম আমাকে মোক্তারনামা দিয়েছে।

চাঁপা। তোর আস্পর্দ্ধা তো কম নয়! তুই বেটা কে যে আমায় ভালবাসবার তাকুদ রাখিস্?

শশী-বসন্ত। আমি যদি দেবতা হই!

চাঁপা। কোন্ দেবতা?

শশী-বসন্ত। বিশ্বকর্ম্মা!

চাঁপা। ও হাতুড়ি-পেটা দেবতার কর্ম্ম নয়। যদি তুই কুবের হ্‌তিস, তা হ'লে একদিন কথা থাকতো। তুই কি মনে করিস যে রাজাই হ'ক আর দেবতাই হ'ক, তারা কেবল চেহারা দেখিয়ে মেয়েমানুষের মন ভোলায়?

শশী-বসন্ত। সে যাই হ'ক, দেখ্ সুন্দরী চম্পকলতা! আমি তোকে প্রাণের সহিত ভালবাসি।

চাঁপা। দেখ কুচ্ছিৎ শশে! আমি তোর মুখে খ্যাংরা মারি। তুই ভালবাসবি কি ভরসায়? তোর রূপ আছে, না বয়েস আছে, না পয়সা আছে, যে তাই ঘুস দিয়ে আমায় ভাল-বাসবি? তা ছাড়া তোর আবার একটা মাগ আছে—কাত্তি!

শশী-বসন্ত। আহা না না না—আবার পেত্নী নাবাতে যাচ্ছিস কেন?

চাঁপা। এই ভূতটো তাড়াব বলে।—তা তোর যদি ভাল-বাসতে এত সখ হ'য়ে থাকে, তবে কাত্তিকে ডেকে দিই। কাত্তি! কাত্তি!

শশী-বসন্ত। ফের যদি ডাকবি, তাহলে তাকেই লুটের সব জিনিসপত্র দেব।

চাঁপা। তুই আবার লুটের জিনিসের কি ধার ধারিস? তুই কি সে দিকে ছিলি, যে পাবি? আর যদি গিয়েই থাকিস তা হ'লে সবার শেষে; তখন আর ভাল জিনিস কি ছাই ছিল যে পাবি? চালাকি? কাত্তি, শীগ্‌গির আয়।

শশী-বসন্ত। অত চেঁচাচ্ছিস কেন? অনেক দুধ ধরে, একটা বাটী।

চাঁপা। কিসের? শীগ্‌গির বল্—কাঁত্তি!

শশী-বসন্ত। পেটা সোণার। এই বার ডাক্‌না ?

চাঁপা। (মৃদুস্বরে) কাতি ! (স্বগতঃ) তাইত এসে পড়লো যে !

নেপথ্যে কাতি। কেন রে চাঁপা ?

চাঁপা। ঐ আসছে ! আসবার আগে তার জিবকে নকিব করে পাঠিয়েছে। ঐ মেঘের ডাক শোন্‌, ঝড় উঠলো বলে !

শশী-বসন্ত। তা তোর চোকেই তো ধূলো পড়লো ! আমি তো বারণ করেছিলেম।

চাঁপা। খবরদার ! সোণার বাটীর কথা বলিসনি !

শশী-বসন্ত। তবে আমাকে আশা দিলি ?

চাঁপা। তা এখন বলতে পারিনি ! একটা আধটা নমুনোয় বোঝা যায় না।

[প্রস্থান।

শশী-বসন্ত। তবে আসি চাঁপা, কাতুকে বলিস—

(ঝাঁটা হস্তে কাতির প্রবেশ)

কাতি। কি বলবেরে মুখপোড়া হতচ্ছাড়া ? আমার সঙ্গে দেখা না করে যে বড় পালিয়ে যাচ্ছিস ?

শশী-বসন্ত। আমার মনিবের হুকুম—কি করবো বল্‌ ?

কাতি। মনিবের হুকুম ? মনিব নিজে রাত কাটাতে পারে, আর তুই পারিসনে ? মনিব তো তোর মতন পাজী নয় যে মাগের সঙ্গে দেখা না করে চলে যায় ?

শশী-বসন্ত। দেখ্‌ আমাদের এ বয়েসে কি আর ভাল বাসাবাসি করা ভাল দেখায় রে ?

কাতি। তবে রে বেইমান! আমার কি এমন বয়েস নেই যে আমাকে দুটো মিষ্টি কথা বলা যায়?

শশী-বসন্ত। তোর আছে; আমার যে আর বলবার বয়েস নেই!

কাতি। বটেরে মড়া! যমের অরুচি! হতভাগা নচ্ছার পাজি! (ঝাঁটা মারিতে উদ্যত)

শশী-বসন্ত। তা তোরও দেখছি যে মিষ্টি কথা বলবার বয়েস নেই!

কাতি। বটে রে ডেকরা? আমি কি খান্‌কী যে কেবল মিষ্টি কথা বলবো আর গায়ে হাত বুলবো? (ঝাঁটা প্রহার)

শশী-বসন্ত। এটা বুঝি তবে গেরোস্তোর চাল হচ্ছে? (স্বগতঃ) এখন যে আমায় পুরো বাঙ্গালী বাবু সাজতে হ'ল দেখছি! এইবার এটাকে ঘুম পাড়িয়ে দিই। (যষ্টি দ্বারা কাতিকে স্পর্শ)

কাতি। বটে! মাগের গায়ে হাত! (ক্রমে অবসন্ন) তাই তো, আমি এখন এমন অবসন্ন হয়ে পড়ছি কেন? তাই তো, আমার বাক্‌রোধ হয়ে এল যে? (নিদ্রা)

শশী-বসন্ত। তা হ'লেই স্ত্রীলোকের পরমায়ু শেষ হ'ল! কি যন্ত্রণাতেই পড়েছি গা! মানুষেরা খুব সুখে আছে তো দেখছি! এখন তো এই পর্য্যন্ত হ'ল। আবার একটা রং ঠাওরান যাক।

[প্রস্থান।

If you lie, sirrah, w'll have you whipped.

King Lear.

ত্রিরং—কক্ষ।

(রণবীর ও শশী।)

রণ। ব্যাপারটা কি ভাল করে বল্? তোর গাঁজাখুরি তো কিছুই বুঝতে পাল্লেম না। ফের যদি বাঁদরামি করবি তো—(মারিতে উদ্যত)

শশী। আজ্ঞে, একটু থামুন; আগে পিঠের কাপড়টা খুলি।

রণ। তা হ'লে কি হবে?

শশী। তা হ'লে যে যে জায়গায় লাঠির ঘা পড়েছে, সেই সেই জায়গাগুলো বাঁচিয়ে মারতে পারবেন। কাল রাত্রে তো 'টানা' বাগে ঘা পড়েছে, আজ আপনি 'পোড়েন' বাগে সুরু করুন, তা হ'লেই বেশ চৌখুপী রকম হবে এখন!

রণ। থাম্ পাজী! ঠিক ঠিক কথা বল্; মনে থাকে যেন! (যষ্টি প্রদর্শন)

শশী। খুব ভাল রকমই আছে। আমি তো জাহাজ থেকে নাবলেম, তারপর সেই অন্ধকার রাত্রে গান গাইতে গাইতে আর আপনাকে গালাগাল দিতে দিতে আসছি—

রণ। বটে রে শূয়ার! মনিবকে গালাগাল? (প্রহার)

শশী। তা সত্যি কথা বল্লে যদি এই ফল হয়, তবে আমার সাবেক দস্তর ধরি?

রণ। আচ্ছা, তারপর বাড়ী এসে পৌঁছুলি—এসে কি দেখলি?

শশী। ফটকের সামনে দেখলেম যে এক বেটা দিগ্‌গজ

পুরুষ ঠিক আমার মতন চেহারা, আমার মতন কাপড় চোপড় পরা—

রণ। আবার! (প্রহার) তারপর বলে যা।

শশী। আমি তো পৌঁছুলেম; এসে দেখি যে আর এক বেটা আমি আমার আগে থেকে এসে দাঁড়িয়ে আছে। যে আমি এখন দাঁড়িয়ে কথা কচ্ছি, তার খুব পরিশ্রম হয়েছে, আর আর এক বেটা যে আমি, সে বেশ তাজা আছে। এই আমির খুব ঠাণ্ডা মূর্ত্তি, আর সেই আমির—ও বাবা, তার কাছে ঘেঁসে কে?

রণ। তোর এই সব কথা বিশ্বাস করতে হবে?

শশী। তা, আমিই কি করতেম? ঠেঙ্গানির চোটেই করতে হয়েছে!

রণ। তার পর বলে যা। তাকে ঠেলে দিয়ে তুই বাড়ীর ভেতর ঢুকলি—তারপর?

শশী। আজ্ঞে, তা তো আমি বলিনি।

রণ। কি? তুই বাড়ীর মধ্যে ঢুকিস নি?

শশী। কেমন করে ঢুকবো? আমি তো আর দরজার ফাটলা দিয়ে সুড়ুৎ করে ঢুকতে পারিনি?

রণ। তুই চেষ্টাও করিসনে বুঝি?

শশী। করেছিলেম বৈকি! তারি জন্যেই তো ঠেঙ্গানি খেয়েছি।

রণ। কার কাছে?

শশী। আমার কাছে।

রণ। তুই আপনাকে আপনি মারলি?

শশী। তা কেন? সেই আমি এই আমিকে মারলে।

রণ। দূর বেটা মিথ্যাবাদী!

শশী। তা, আমার কথায় পেত্যয় হবে কেন? আমার তো আর খেতাবও নেই আর পয়সাও নেই!

রণ। চল্ এখন বাড়ীর ভেতরে চল্। এই যে আমার মেঘমালা এই দিকেই আসছে।

(মেঘমালা ও চাঁপার প্রবেশ)

মেঘ। চাঁপা, যা—তুই মন্দিরে গিয়ে আমার প্রণতি পূজোর উজ্জুগ করে দিগে, আমি যাচ্ছি।—একি!

রণ। প্রিয়ে, এতদিনে আমার আশা পূর্ণ হ'ল।

মেঘ। তুমি যে এরি মধ্যে?

রণ। এরি মধ্যে! এই কি ভালবাসার কথা হ'ল? তবে কি আমার আসাটা তোমার মনঃপূত নয়?

মেঘ। কি বলছো? তোমার এমন ভাবান্তর হ'ল কেন? কাল রাত্রে কি আমার মনের ভাব জানতে পারনি? প্রভাত হ'তে নিঃশ্বেস ফেলে কত দুঃখিত হয়ে চলে গেলে, এখন আবার এ সব কি কথাবার্ত্তা হচ্ছে?

রণ। আমি? আমি সকাল হ'তে চলে গেলেম?

মেঘ। হাঁ, জাহাজে গেলে—ভুলে গেলে নাকি?

রণ। বোধ হয় তুমি স্বপ্ন দেখে থাকবে।

মেঘ। আমার বোধ হয় তোমার মাথার কোন গোলযোগ ঘটে থাকবে। তা না হ'লে কাল রাত্রের কথা এরি মধ্যে ভুলে গেলে?

রণ। তোমার কোন প্রমাণ আছে যে এর আগে আমি এ বাড়ীতে এসেছিলেম?

মেঘ। তুমি কি বলতে চাও যে কাল রাত্রে তুমি আমার কাছে ছিলেনা ?—চাঁপা, বল্‌না।

চাঁপা। আমি দাসী বৈ তো নয়—আর রাত্তিরে কি হয়ে থাকে কি না হয়ে থাকে, সে সব কথা তো আমার ভুলে যাবারই কথা। তা আর একটা হীরের আংটী পেলে মনে পড়ে কি না বলতে পারিনে।

রণ। মেঘমালা! আর আমায় জ্বালা দিও না। বেশ করে মনে করে বল দেখি ব্যাপারটা কি ?

মেঘ। বেশ করে মনে করেছি। কেন ? চাঁপা, কাতি আর আর দাসীরাও তো তোমাকে দেখেছে! আর, তা না হ'লে আমি কেমন করে জানবো যে তুমি যুদ্ধে জয়লাভ করেছ, আর অমরসিংহকে মেরে ফেলেছ ?

রণ। (শশীর প্রতি) তবে রে বেটা! তবে নাকি তুই বাড়ীতে এসে খবর দিসনি ? (শশীকে প্রহার)

শশী। আহাহা! আগে শুনুন না।

রণ। শুনবো কিরে বেটা ? আচ্ছা তোর কি প্রমাণ আছে যে তুই বাড়ীর ভেতর ঢুকিসনি ?

শশী। যথেষ্ট আছে; তবে পিঠের কাপড় খুলি ?

রণ। তবে ঢুকিসনি ?

শশী। হাঁ, এক পক্ষে ঢুকেছিলেম বৈকি ? তা এই আমি নয়, এই আমি তো মার খেয়ে ভাগলো, সেই আমি বোধ হয় ভেতরে ঢুকেছিল।

রণ। ফের বজ্জাতি ? (প্রহার) দূর হ।

মেঘ। তোমরা দুজনেই দেখছি খেপেছ। তোমার মুখ থেকেই তো শুনিছি।

রণ। আমার মুখ থেকে ?

মেঘ। বিশ্বাস হ'ল না ? তুমি অমরসিংহের আংটীটা আমায় দিলে, দেখ না এই যে আমার আঙ্গুলে রয়েছে।

রণ। (শশীর প্রতি) এখন কি বলতে চাস বল্।

শশী। আর সব ভোজবাজী হতে পারে, এটার বেলা আর চালাকী চলবে না, এই দেখুন বার করছি।

মেঘ। আমার হাতে তবে কি ?

শশী। ও একটা জুতোর পাথর টাতর হবে ! রসো, আর একজন আমি তো তোমাকে ওটা দেয়নি ?

রণ। ফের নষ্টামি ?

শশী। ভাল, দেখুন না কেন ? (বাক্স প্রদর্শন) আগে আপনার শীলমোহর দেখে নিন।

রণ। ঠিক আছে, আমাকে দে। (খুলিয়া) কি আশ্চর্য্য ! এর ভিতর আংটী নেই যে !

শশী। এখানেও ভোজবাজী রে ! তা না হ'লে আংটীটা কেমন করে জানলে যে ওটা ঠাকরুণের জন্তে আনা হয়েছে, আর সুড়ুৎ করে ওঁর আঙ্গুল গিয়ে বসেছে !

রণ। একি সত্যি ?

শশী। আজ্ঞে সত্যি বৈকি ? দুটো সেনাপতি মশাই হ'তে পারে ; দুটো শশী হ'তে পারে—আর দুটো আংটী হ'তে পারেনা ?

চাঁপা। (স্বগতঃ) হে মহাদেব ! তাই হ'ক। তা হ'লে আমার দুটো সোনার বাটী হবে !

রণ। (স্বগতঃ) আমি তো এমন আশ্চর্য্য কখনও দেখিনি।

যতই ভাবছি ততই মেঘমালার চরিত্রের উপর আমার সন্দেহ বাড়ছে। যা হ'ক, এর ব্যাপারটা কি তলিয়ে বুঝতে হচ্ছে। এখন আমাকে মনের ভাব গোপন করে রাখতে হবে।

মেঘ। কি ভাবছো ? আংটীটা দিয়েছ বলে কি দুঃখিত হয়েছ ? তা, এই নাও না।

রণ। না না। আচ্ছা, তোমার সঙ্গে কালরাত্রে কি কথাবার্ত্তা হয়েছিল বল দেখি।

মেঘ। তা হ'লে যেন এইটে বোঝাচ্ছে যে কাল রাত্রে তুমি এসনি ?

রণ। তা নয় ; আমার ভাল স্মরণ হচ্ছে না।

মেঘ। বেশী কিছু নয় ; তুমি বড় ক্লান্ত হয়েছিলে, তারপর দুজনে বিছানায় শুয়ে শুয়ে—

রণ। পাপীয়সী !

মেঘ। নিষ্ঠুর !

রণ। ওঃ ! আমি কি কুক্ষণে বাড়ী আসবার জন্যে বেরিয়েছিলেম !

মেঘ। আমার অপরাধ কি ?

রণ। দ্বিচারিণি ! আমার সম্মুখ হতে দূর হ। আমি সমস্ত সিংহলবাসীর সামনে তোর চরিত্রের কথা প্রকাশ করবো। আমি এখনি জাহাজে যাব, গিয়ে আমার লোকজনকে এখনি আনবো। তারা সকলের সামনে এসে বলুক যে কালরাত্রে আমি জাহাজ থেকে নেবেছিলেম কি না ?

[প্রস্থান।

মেঘ। হায় হায় ! আমার অদৃষ্টে এই ছিল ! [প্রস্থান।

শশী। (স্বগতঃ) সত্যি কথা কইলে তো এই ফল হয়! আচ্ছা, আমরা কেন বলি না যে "হাঁ, কাল রাত্তিরে আমরা এসেছিলেম"—তা হ'লেই তো সব গোল চুকে যায়।

চাঁপা। ভাবছিস কি রে? আমাদের সেটা মিটমাট হয়ে যাকনা।

শশী। মিটবে কি? তোর সঙ্গে তো আমার কোন ঝগড়াই ছিলনা!

চাঁপা। সেকিরে? কাল রাত্তিরে এত ভালবাসা জানালি, আর আমাকে একটা সোণার বাটী দিতে চাইলি!

শশী। (স্বগতঃ) এঃ! এরা সব খেপেছে রে!

চাঁপা। কিরে? এখন পেচুচ্ছিস কেন?

(কাতির প্রবেশ)

কাতি। হতভাগা পোড়ারমুখো!

শশী। বেশ! এতদিন পরে এলুম, খুব মিষ্টি রকম অভ্যর্থনা কল্লি যা হ'ক!

কাতি। আর তুইতো ভোরের সময় খুব মিষ্টি অভ্যর্থনা করেছিলি!

শশী। (স্বগতঃ) এই মজিয়েছে রে! সেই আর এক বেটা আমি দেখছি কাল রাত্তিরে আমার মাগের কাছে এসেছিল!

চাঁপা। (স্বগতঃ) এ আর কিছু নয়, বাটীটা উড়িয়ে দেবার মতলব দেখছি। (প্রকাশ্যে) কি? ভোরের সময় তুই আসিস নি?

শশী। দাঁড়া, আগে ভেবে নিই—কাল আমার এখানে এলে ভাল হ'ত কি না এলে ভাল হ'ত।

(জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য। চাঁপা! সেনাপতি মশাই বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন, তোর সঙ্গে কথা না কয়ে ভেতরে যাবেন না।

[ভৃত্য ও চাঁপার প্রস্থান।

কাত্তি। কিরে? হাঁ করে রইলি যে? কাল রাত্তিরে তুই আমাকে মারিসনি? লাঠি ছুঁইয়ে আমাকে ঘুম পাড়িয়ে আমার মুখের কামাই করে দিসনি? হাঁরে পাজী!

শশী। (স্বগতঃ) না—এ সেই শশে বেটারই কায দেখছি!

কাত্তি। তা এখন আর খ্যাংরা ধরবো না, আগে আমার মুখের তোড় সামলা।

(রণবীরবেশী মদন ও চাঁপার প্রবেশ)

চাঁপা। আপনি যে রকম রাগ করে গেলেন, তাতে যে এত শীগ্‌গির ফিরবেন তা আমার মনে হয়নি।

রণ-মদন। দেখ্, মেঘমালার সঙ্গে আবার ভাব করবার জন্যে প্রাণটা বড়ই কাতর হয়েছে।

চাঁপা। বড় শক্ত কথা!

রণ-মদন। দেখ্‌না, তুই যদি বলে ক'য়ে পারিস।

চাঁপা। তা পারি—

রণ-মদন। স্বীকার কল্লি?

চাঁপা। রসো, আগে তুমি স্বীকার কর।

রণ-মদন। আমি এ উপকার কখন ভুলবো না। যা যা, শীগ্‌গির যা, লক্ষ্মী চাঁপা, সোণার চাঁপা আমার!

চাঁপা। ও মুখের সোণার কর্ম্ম নয়।

রণ-মদন। আচ্ছা, এই কাজের সোণা নে। (স্বর্ণমুদ্রা প্রদান)

চাঁপা। হাঁ, এ সোণা কাণে শোনবার মতন বটে!

[প্রস্থান।

রণ-মদন। দেখ্ শশে! তুই শীগ্‌গির জাহাজে যা। আর ভাস্কর, রামানন্দ ও বিশ্বনাথকে আমার নাম করে নিমন্ত্রণ করে আয় যে আমার বাড়ীতে এসে তাঁরা যেন আজ আহার করেন।

শশী। দেখুন, এখন তো বেশ ভদ্রলোকের মতন কথা-বার্ত্তা কচ্ছেন। আঃ বাঁচলেম, কাল সমস্ত রাত্তিরটাই একা-দশীর ভোগ ছিল!

রণ-মদন। দেখ্ কাত্তি, যাতে আজ খুব জাঁকাল রকম ভোজ হয় তার উজ্জুগ করতে বল্‌গে।

[শশী ও কাত্তির প্রস্থান।

রণ-মদন। সখা! একবার এইদিকে এস।

(শশীবেশী বসন্তের প্রবেশ)

(অন্যদিক হইতে চাঁপা ও মেঘমালার প্রবেশ ও রণ-মদনকে দেখিয়া প্রস্থান)

শশী-বসন্ত। তাই তো, বড় ভ্রুকুটির ঘটা যে?

রণ-মদন। দেখনা এখনি ঠাণ্ডা হবে এখন। ওদের মনের ভাব জানতে তো আর আমার বাকী নাই। বলবান্ পুরুষকে জব্দ করবার জন্য আমি স্ত্রীলোককে রূপের রাজ্য দিয়েছি, তার ভোগ কিন্তু বেশী দিন হয় না। পুরুষকে বশী-ভূত করবার জন্য আমি তাদের অহঙ্কার দিয়েছি, তেমনি আবার পুরুষকেও খোসামুদি করবার ক্ষমতাও দিয়েছি। দেখনা কি রকম দাঁড়ায়।

[উভয়ের প্রস্থান।

That man that hath a tongue, I say, is no man,
If with his tongue he cannot win a woman.

Two gentlemen of Verona.

চতুরং—বাটীর সম্মুখ।

মেঘমালা ও চাঁপা।

চাঁপা। তুমি একটীবার এস, তোমার পায়ে পড়ি; সেনাপতি মশাই তোমার জন্যে এখানে অপেক্ষা করছেন।

(রণ-মদনের প্রবেশ ও মেঘমালায় প্রস্থানোদ্যোগ)

রণ-মদন। মেঘমালা, দাঁড়াও দাঁড়াও, আমার কথা শোন, যাচ্ছ কোথা ?

মেঘ। আমি পর্ব্বত থেকে ঝাঁপ দিয়ে সমুদ্রে পড়বো—আমি তোমার মুখ আর দেখতে চাইনি।

রণ-মদন। আমাকে কি ক্ষমা করবে না ?

মেঘ। যাও বলছি। তোমাকে এক সময়ে ভালবেসে ছিলেম বলে আমার নিজের উপর ধিক্কার হচ্ছে।

রণ-মদন। আমার অপরাধের মার্জ্জনা নাই। তবে ভরসা এই, যে তুমি হিন্দুরমণী—পতির সহস্র দোষ থাকলেও সে অত্যাজ্য !

মেঘ। তোমার নিষ্ঠুর ব্যবহারের কথা কি ভুলতে পারি ?

রণ-মদন। তুমি কি আমায় ঘৃণা করতে পার ?

মেঘ। যতদুর পারি চেষ্টা করবো।

রণ-মদন। ওটা তোমার মুখের কথা, হৃদয়ের নয়। যদি তুমি আবার বল যে আমাকে ঘৃণা কর, তা হ'লে—তা হ'লে এই তরবারিই আমার যন্ত্রণার শেষ করবে !

মেঘ। তা হ'লে—আমি তোমাকে ঘৃণা করি।

রণ-মদন। তবে তুমি আমার মৃত্যুদণ্ড ব্যবস্থা করলে ?

মেঘ। আমি তোমাকে ঘৃণা করি বটে, কিন্তু—কিন্তু যতটা ঘৃণা করি তার চেয়ে তোমাকে বেশী ভালবাসি।

রণ-মদন। তবে সেই ভালবাসা প্রমাণ করবার জন্য বল, বল মেঘমালা, যে আমি তোমাকে ক্ষমা কল্লেম। দুয়ের একটা কর, হয় আমাকে ক্ষমা কর—তা না হয়—তা না হয়—আমার প্রাণদণ্ড কর।

মেঘ। আমি তো বলিছি যে যখন তোমায় ঘৃণা করতে পারলেম না—তখন তো ক্ষমা করাই হয়েছে।

রণ-মদন। প্রিয়তমে—হৃদয়েশ্বরি! (অগ্রসর)

মেঘ। সরে দাঁড়াও। এত দুর্ব্বলতা প্রকাশ করলেম বলে আমার আপনা আপনি বড় রাগ হচ্ছে। এগিও না—তা হ'লে হয়তো আবার তোমাকে হৃদয়ে স্থান দিতে ইচ্ছা হ'তে পারে।

[প্রস্থান।

রণ-মদন। (স্বগতঃ) বিধাতা এই রকম করেই রমণী-হৃদয় গঠন করেছেন। একটা জিব দিয়েছেন, তাতে বলে 'না', কিন্তু দুটো চোখ দিয়েছেন, তাতে বলে 'হাঁ'।

[প্রস্থান।

(শশীবেশী বসন্তের প্রবেশ)

শশী-বসন্ত। (চাঁপার প্রতি) দেখলি তো ? ওদের দৃষ্টান্ত দেখে শেখ্।

চাঁপা। দৃষ্টান্ত তো ঠিক হ'ল না। ঠাকরুণ তো হীরের আংটী পেয়েছে—কৈ; আমার বাটীটাতো এখন পৌঁছুলোনা।

শশী-বসন্ত। এই নেনা। (বাটী প্রদান)

চাঁপা। (মস্তকে রাখিয়া) ঠাকুর! এতদিনের পর তোমার ধার শুধলে।

শশী-বসন্ত। চাঁপা চাঁপা! (অগ্রসর)

চাঁপা। সরে যা খ্যাপা।

শশী-বসন্ত। তুই আমার বাটীটা ভোগা দিবি নাকি?

চাঁপা। আর তুই আমাকে ভোগা দিবি নাকি? তুই কাল বড় চালাকি খেলেছিলি কিনা, এই তার শোধ গেল।

শশী-বসন্ত। বটে? তুই এত নির্দ্দয়?

চাঁপা। আচ্ছা তোর উপর দয়া করে আমি এই পর্য্যন্ত করতে পারি যে এটা আমি বায়না বলে নিলুম; তারপর ফুরণ চুকিয়ে দিয়ে তবে কথা ক'স্।

[প্রস্থান।

শশী-বসন্ত। স্ত্রীজাতির লোভের আর সীমা নাই। এই বাটীটা আমি ভাস্কর হাকিমের কাছ থেকে চুরি করেছিলেম, সেও আবার ঘুসের জিনিষের মধ্যে আদায় করেছিল। তা পাপের ধন এই রকম করেই যায়। এই যে রণবীর আসছে, জানালায় উঠে একটু মজা করি।

[প্রস্থান।

(রণবীর সিংহের প্রবেশ, গবাক্ষে শশীবেশী বসন্তের অবস্থান)

রণ। কি আশ্চর্য্য! আমি যাদের খুঁজি তাদের কাকেও তো দেখতে পাচ্চি না। আমার বোধ হয়, শশে যা বলে তাই ঠিক। এ সব ভোজবাজী; তা না হ'লে, শীলমোহর করা বাক্সের ভিতর থেকে আংটী বেরিয়ে এল কেমন করে, আর

আমি নিজেই বা সেটা মেঘমালাকে দিলেম কেমন করে? তা যদি এই পর্য্যন্তই হ'ত, তা হ'লে আর ভাবনা কি? কিন্তু ওঃ! কিন্তু—মেঘমালা কলঙ্কিনী! আর একবার আমাকে ভাল করে দেখতে হবে। একি! এমন সময় আমার দরজা বন্ধ যে! (দ্বারে আঘাত)

শশী-বসন্ত। (গবাক্ষ হইতে) আস্তে আস্তে! এ বেটা যেন টেক্স আপিসের চাপরাশী রে! থাম্‌না রে—কেরে?

রণ। দেখ্‌না কে? আমি!

শশী-বসন্ত। কোন্ আমি?

রণ। বস্ বস্, দরজা খুলে দে।

শশী-বসন্ত। আগে জানতে চাই, কাকে?

রণ। আমাকে; যে দরজা খোলবার হুকুম দিতে পারে।

শশী-বসন্ত। তা হুকুম দিয়ে একবার দেখনা, দরজা তোমার হুকুম শোনে কি না?

রণ। আমাকে চিনতে পাচ্ছিস নে?

শশী-বসন্ত। আমি কি জান্?

রণবীর। (স্বগতঃ) পৃথিবীশুদ্ধ খেপেছে নাকি? (প্রকাশ্যে) এই শশে!

শশী-বসন্ত। ওটা আমার নাম বটে, তা তুমি কি মনে করেছ যে আমি আমার নামটা পর্য্যন্ত ভুলে গেছি?

রণ। আমায় দেখতে পাচ্ছিস নে?

শশী-বসন্ত। তুমি কি মনে কর তুমি ভূত—মানুষে তোমায় দেখতে পায়না? যদি কোন কায থাকে শীগ্‌গির শীগগির বল, আমার বাঁদ্‌রামো শোনবার সময় নেই।

রণ। কি! মনিবের সঙ্গে এই রকম কথা?

শশী-বসন্ত। কি রকম?

রণ। তুই আমাকে ঠাউরেছিস কে?

শশী-বসন্ত। এই, কোন গাঁটকাটা টাটকাটা হবে।

রণ। তুই জানিস নে যে আমি তোর প্রভু রণবীর সিংহ?

শশী-বসন্ত। তা আমি কেমন করে জানব? তুমি যার আপনিই আপনাকে চিনতে পাচ্ছ না! তুমি রণবীর সিংহ? ক ছিলিম পার করেছ দাদা?

রণ। রসো বেটা! প্রহার না দিলে তুই দোরস্ত হবিনে দেখছি?

শশী-বসন্ত। ক্রমেই বাড়াবাড়ি কল্লি যে! তুই মুই ছেড়ে আবার প্রহার ধরছিস?

রণ। দরজা খুলবিনি? চাঁপা, কাত্তি!

শশী-বসন্ত। চোপরাও। তাদের আবার খোঁজ কেন? তারা বড় ব্যস্ত আছে। আমার মনিব আর ঠাকরুণকে বিরক্ত করিস নে।

রণ। আমি আশ্চর্য্য হয়েছি!

শশী-বসন্ত। আশ্চর্য্যটা হলি কিসে? সেনাপতি মশাই আর ঠাকরুণে ঝগড়া হয়েছিল, তারা এখন ভাব করতে গেছেন। তোর যদি পরের চর্চ্চা করে আপনার মাথা ফাটাবার সখ না থাকে, তা হ'লে যদি তোর কোন চুলো থাকে সেইখানে যা; বস্ বস। (গবাক্ষ বন্ধকরণ)

রণ। ওঃ—চাকর চোপা করলে! স্ত্রী দুশ্চারিণী! এ বেটা যা বলে, তা যদি সত্যি হয়? যদি কেন, নিশ্চয়ই! সেই

কুল-কলঙ্কিনী নিজের মুখেই তো স্বীকার করেছে! এখন আমার কি কর্‌া উচিত? যদি প্রকাশ করি তা হ'লে তো আমারি দুর্নাম রটনা করা হবে! আর যদি গোপন করি, তা হলে হৃদয়ে যে রাবণের চিতা জ্বলছে, তার আগুন তো আর কখনই নিভ্‌বে না। প্রতিশোধ নেওয়া ভিন্ন আর উপায় নাই।

(শশী, ভাস্কর, রামানন্দ ও বিশ্বনাথের প্রবেশ)

শশী। গতিক বড় আচ্ছা নয় দেখছি! ঐ দেখুন না কি রকম কচ্ছেন।

রণ। এই যে আমার সুভব্য চাকরটী! এইবার তো তোকে নীচে পেয়েছি; এইবারে দেখে নে, কে গাঁজাখোর আর কে নয়! মনিবের সঙ্গে এই রকম ব্যাভার?

শশী। আজ্ঞে আমার অপরাধ কি? আমি ছুটে গিয়েই তো এঁদের নেমন্তন্ন করে এনেছি!

ভাস্কর। না, ও ঠিক কথা বলেছে; আমি সাক্ষ্য আছি।

রণ। আপনি তো ছিলেন না, তবে আপনি সাক্ষ্য হবেন কেমন করে? আমি জানলার কথা বলছি—জানলা।

শশী। কৈ, আমার তো মনে হয়না যে আপনি জানলাকে নেমন্তন্ন করতে বলেছেন।

রণ। না মশাই! আর আমার বরদাস্ত হয় না। (শশীকে প্রহার করিতে উদ্যত)

শশী। দোহাই আদালত! দোহাই হাকিম বাহাদুর! আমাকে রক্ষা করুন; এই দেখুন, রায় দেবার আগেই সাজা হচ্ছে।

ভাস্কর। এ কথনই হতে পারে না। আগে আমাকে ফয়শালা বুঝতে দিন।

রণ। আমাকে বাড়ী ঢুকতে দেয় না, আমাকে দেখে ঠাট্টা, আমাকে গালাগাল, আমাকে শাসান,—এর যদি বিহিত করতে না পারি—তা হ'লে—(শশীকে প্রহার করিতে উদ্যত ও রামানন্দ কর্তৃক ধৃত)

শশী। ভাল করে ধরে থাকবেন মশাই ; ওঁর ঘাড়ে খুন চেপেছে।

ভাস্কর। আচ্ছা, তোমার কি বলবার আছে বল ?

শশী। বলছি; এই প্রথমে—ভাল করে ধরে থাকবেন, আমার যদি প্রাণেই ভয় রইল, তা হলে ঠিক ঠিক বলব কেমন করে ?

ভাস্কর। তুমি নির্ভয়ে বল।

শশী। যদি নির্ভয়ে বলতে বলেন তা হ'লে বলি। আমি এমন বে-শায়েস্তা লোক নই যে বলি সেনাপতি মশাই মিথ্যা-বাদী। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যেতে পারে যে উনি ভয়ানক বাজে কথা বলেন।

রণ। স্পর্দ্ধার কথাটা শুনলেন ? আমাকে ছেড়ে দিন—

শশী। আস্পর্দ্ধার কথাটা কি ? জানলায় দাঁড়িয়ে আপ-নাকে গালাগাল দেওয়া আর সমস্ত সিংহলটা পয়মস্ত করে এঁদের নেমন্তন্ন করে আনাটা কি এক সময়ে হতে পারে ?

ভাস্কর। রও রও, জানলা থেকে কথা কচ্ছিল, সে কতক্ষণ বলুন দেখি ?

রণ। এইমাত্র, আপনাদের সঙ্গে আসবার একটু আগে।

শশী। এইবারে আমার সাক্ষী মশাইরা বলুন দেখি।

ভাস্কর। আমি বলতে পারি যে ও আমাদের সঙ্গে বরাবর একঘণ্টা রয়েছে।

রামা। আমিও পারি।

বিশ্ব। আমিও পারি।

শশী। এখন বিচার করে বলুন দেখি আমি বে-শায়েস্তা কি সু-শায়েস্তা লোক। আমি বলেছিলেম তো যে সেনাপতি মশাই ভয়ানক বাজে কথা বলেন।

রণ। এঁদের নেমন্তন্ন করে আনতে কে তোকে হুকুম দিয়েছিল ?

শশী। যে পারে সেই ; আপনি ছাড়া আবার কে হুকুম দেবে ? আবার কার্তিকে বল্লেন যেন জাঁকাল রকম খাওয়া দাওয়ার উজ্জুগ করা হয়।

রণ। কখন হুকুম দিলেম ?

শশী। যখন চাঁপাকে মোহরের তোড়া দিয়ে বল্লেন যে তুই ঠাকরুণের সঙ্গে ভাব করে দে, ঠিক তার পরেই হুকুম দিলেন।

রণ। কোথায় দাঁড়িয়ে হুকুম দিলেম ?

শশী। এইখানেই, ঐ দরজা আর ঐ জানলার সামনে ; ওদের যদি সপিনে করেন তা ওরা বোধ হয় মিছে কথা কবে না।

রণ। এ ঘটনাগুলো যে কি হচ্ছে তার কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনে।

ভাস্কর। পথে আসতে আসতে ওর মুখে যা শুনলেম তাতে একেবারে আমরা আশ্চর্য্য হয়ে গেছি।

শশী। কেমন মশাই, আমার যে একটা যমক ভাই আছে সে কথাটা বিশ্বাস হ'ল ? ঠাকুর করুন যে বাড়ীর মধ্যে একটা যমক সেনাপতি না থাকেন !

রণ। আমাকে ছেড়ে দিন। শশী নির্দ্দোষী হতে পারে, ওকে কিছু বলবো না। (শশীর প্রতি) এখন দরজা খুলে দে, এখনি আমার সন্দেহ দূর করবো।

শশী। (দ্বারে আঘাত) দরজাটা দেখছি বড় একগুঁয়ে, চাবি না হ'লে বোধ হয় খুলবে না। সেই আমির কাছে চাবি আছে, সেও বোধ হয় সহজে ছাড়বে না।

রণ। আমি বেশ বুঝতে পাচ্ছি যে আমার উপর ভয়ানক অত্যাচার হচ্ছে! ভাঙ্গ দরজা!

ভাস্কর। কেউ এগি'ও না, খবরদার বলছি!

রণ। আপনিও কি সেই কলঙ্কিনীর দিকে হলেন?

ভাস্কর। আমি আইন ভিন্ন আর কারো দিকে নই; দরজা ভাঙ্গাও যা, আর আইন ভাঙ্গাও তা।

রণ। তা আপনি না হয় হুকুম দিন?

ভাস্কর। পরওয়ানা ভিন্ন পারিনা। আমার মুহুরি এখানে উপস্থিত নাই, খরচা জমা নেবে কে?

রণ। বটে! আমি রক্ষীদের ডেকে এনে এখনি ভাঙ্গছি।

[প্রস্থান।

(গবাক্ষে রণবীরবেশী মদনের প্রবেশ)

রণ-মদন। আপনাদের এতক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখেছি আমায় মার্জ্জনা করবেন। আসুন আসুন, এখনি দরজা খুলে দিচ্ছি।

ভাস্কর। সেনাপতি মশাই না?

শশী। তা নাতো আবার কে?

ভাস্কর। তিনিই তো বটে! ওখানে উঠলেন কেমন করে?

[রণ-মদনের প্রস্থান।

রামা। আর এত শীগ্‌গির!

শশী। মশাই! খাওয়া দাওয়ার পর বিচার করবেন এখন, উনি আইনমতে সেনাপতি মশাই কি না। আমাকে হলপ নিয়ে বলতে বলেন, আমি বলছি যে উনিই তিনি। (স্বগতঃ) ক্ষিদেয় পেট জ্বলে গেল, এখন ওঁদের বিচার সুরু হল।

(দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া শশী-বেশী বসন্তের প্রবেশ)

শশী-বসন্ত। শীগ্‌গির শীগ্‌গির আসুন। ঐ ডানদিকের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে যান; ঐখানে সেনাপতি মশাই আছেন।

(ভাস্কর, রামানন্দ ও বিশ্বনাথের ভিতরে গমন, শশীর গমনোদ্যোগ ও শশী-বসন্ত কর্ত্তৃক ধৃত)

শশী-বসন্ত। তুই কোথা যাচ্ছিস? পাজি! কে তোকে ভেতরে যেতে হুকুম দিলে?

শশী। পেটের জ্বালা, আবার কে?

শশী-বসন্ত। তোকে আসতে বারণ করেছিলেম না? ফের এসেছিস যে? তোকে কেটে কুচি কুচি করবো, পাজি কোথাকার!

শশী। আমায় মেরে কি হবে দাদা? তুমি বীরপুরুষ শশী আর আমি কাপুরুষ শশী। আমাকে মারাও যা, আর তোমার নিজেকে মারাও তাই।

শশী-বসন্ত। ফের তুই শশী বলে পরিচয় দিচ্ছিস? কালকের মারটা বুঝি পুরোদস্তুর হয়নি?

শশী। দেখ দাদা! নামটা ছোট বটে, তা দুজনে মিলে মিশে এক রকম করে কুলিয়ে নেওয়া যাবে এখন। আমার

ইচ্ছে ছিল যে ও নামটা ছেড়ে দিই, তা লোকে ছাড়ছে কৈ? যেখানে যাই, খালি ঐ নামেই ডাকে; আমি এখন বুঝিছি যে দুটো রণবীর সিংহ আছেন, তা দুটো শশী—না না, দুটো ঐ নামের মানুষ, থাকুক না কেন? ওরা দুটোয় মারামারি করে মরুগ না, আমরা দুজনে বেশ ভাব করে থাকব এখন, কেমন?

শশী-বসন্ত। না না, তা হবে না। দুটো শশী হ'লে দুটো বাঁদর হবে।

শশী। তা আমি না হয় বাঁদর হব, আর তুমিই না হয় সেয়ানা হ'লে। না হয়, তুমিই বড় দাদা হয়ে বাপ মার পিণ্ডি দেবে; আর আমি ছোট ভাই হয়ে থাকব, কেমন?

শশী-বসন্ত। না না আমি বাপের এক ছেলে।

শশী। আমিই না হয় বাপের তেজ্যিপুত্র হয়ে থাকব, আর তুমিই বিষয় আশয় ভোগ করবে? এখন পথটা ছেড়ে দাওনা দাদা?

(চাঁপার প্রবেশ)

চাঁপা। একি! যোড়া শশী কোত্থেকে এল! (স্বগতঃ) আর একটা সোণার বাটি আদায় হয়, তবে ত বুঝি!

শশী। আমি ত আলাদা শশী হয়ে থাকতে চাই, তা উনি হতে দিচ্চেন কৈ। উনি একেবারে সর্ব্বগ্রাস করতে চান!

চাঁপা। কি আপদ গা! তোদের দুজনের মধ্যে কে সত্যি-কার শশে?

শশী। যে আমার পিঠে চালচিত্তির করে দিয়েছে, তাকেই জিজ্ঞেস কর্।

শশী-বসন্ত। যে তোকে সোণার বাটি দিয়েছে তাকেই জিজ্ঞেস কর্।

চাঁপা। সে তো চুকে গেছে। যে আর একটা বাটি দেবে সেই আমার শশী হবে।

শশী-বসন্ত। হাঁরে পাজি! তবে তোরই এই কীর্ত্তি?

শশী। না, আমি ত দিইনি, দেব দেব করছিলেম বটে!

চাঁপা। তবে এটা জাল শশে, এটাকে মেরে দূর করে দেও।

(শশী-বসন্ত কর্ত্তৃক শশীকে প্রহারোদ্যোগ)

শশী। বাড়ীর ভিতর পূরে মারনা কেন? (স্বগতঃ) একবার ঢুকতে পারলে হয়, ক্ষিদেয় পেট জ্বলে গেল!

শশী-বসন্ত। ফের নষ্টামি। (শশীকে বহিষ্কৃত করণ)

[উভয়ের প্রস্থান।

Which is the natural man,
And which the spirit? Who deciphers them?
Comedy of Errors.

পঞ্চরং—কক্ষ।

(ভাস্কর ও চাঁপা)

চাঁপা। তুমি কি আবার ওটা কেড়ে নেবে?

ভাস্কর। এটা আমার জিনিস; আইনমতে যার হাত থেকে পাব, তার কাছ থেকে নিতে পারি।

চাঁপা। আমি খালি ওটা তোমাকে দেখতে দিয়েছিলেম। মনে করেছিলেম যে দেখলে বুঝি ওর চেয়েও একটা দামী জিনিস দেবে?

ভাস্কর। যে তোমায় এটা দিয়েছে সে চোর। চোরাই মাল তোমার কাছে পাওয়া গেছে, আইনমতে তোমার দণ্ড হয়।

চাঁপা। ফাঁকি দেবার সময় বুঝি আইনের দোহাই দাও? যাও, তুমি আমার সঙ্গে আর কথা ক'য়ো না।

ভাস্কর। ভাল, রফা করে ফেল। আমিই এইটে তোমায় দিচ্ছি, দয়া ক'রে গ্রহণ করবে কি?

চাঁপা। মাইরি? আর একজনের জিনিস উনি দান করতে বসলেন! না, যে আমায় দিয়েছিল, সেই এসে আদায় করুক।

[প্রস্থান।

(দুইখানি তরবারি হস্তে শশী-বসন্তের প্রবেশ)

শশী-বসন্ত। ঈশ্বর হুজুরকে রক্ষা করুন!

ভাস্কর। আপাততঃ গোঁয়ারের হাত থেকে বটে! আমি এখন বড় ব্যস্ত আছি, এখন চলে যাও।

শশী-বসন্ত। আজ্ঞে, হুজুরের হাতে ঐ ভারি জিনিসটা রয়েছে, হুজুরের কষ্ট হচ্ছে, তা না হয় ওটা আমার হাতে দিন।

ভাস্কর। আমার যে ব্যবসা, তাতে স্বর্ণের ভার বহন করায় কিছুমাত্র কষ্ট নাই।

শশী-বসন্ত। ঐ বাটিটা আপনার হাত থেকে নে যাবার জন্যে চাঁপা আমাকে বলে দিলে; হুজুরের যেমন অনুমতি হয়।

ভাস্কর। জোর করে নেবে নাকি?

শশী-বসন্ত। আজ্ঞে না, ওটা শুধু তাকে ফিরিয়ে দেব আর সে বলতে বলেছে যে তাকে পাবার আশা আপনি একেবারেই ছেড়ে দিন।

ভাস্কর। তাকে সাফ বলে দাও যে আমি এটাও পারবো না, ওটাও পারবো না।

শশী-বসন্ত। তা হ'লে হুজুর, এর একটা পছন্দ করে নিন।

ভাস্কর। তরোয়াল নিয়ে কি করবো ?

শশী-বসন্ত। হুজুরের যেটা পছন্দ হয়, সেইটাই নিন; যেটা গ্রাহ্য করবেন না, সেইটা নিয়েই আমি তুষ্ট হব।

ভাস্কর। দাঙ্গা ফ্যাঁসাদ্ নাকি ?

শশী-বসন্ত। হুজুরেরা ঐ কথা বলেন বটে ; আমরা বলি, আপনা আপনি টুঁটী কাটবার নেমন্তন্ন !

ভাস্কর। কারো টুঁটী কাটবার আমার প্রয়োজন নাই।

শশী-বসন্ত। হুজুর অনুমতি করেন তো—

ভাস্কর। আমি কি অনুমতি করবো যে তুমি আমার টুঁটী কাট ?

শশী-বসন্ত। হুজুর, বাটিটাও দিলেন না, চাঁপাকেও ছাড়লেন না, নেমন্তন্নও রক্ষা করলেন না—তা হ'লে, হুজুর যদি অনুমতি করেন তা হ'লে আমি হুজুরকে গালাগাল দিই, কিলটা চড়টা লাগাই—তাতে বোধ হয় ধর্ম্মাবতারের কোন আপত্তি নাই। (তরবারির দ্বারা দাড়িতে আঘাত)

ভাস্কর। এর মানে কি ?

শশী-বসন্ত। এর মানে এই যে, তা হ'লে আপনি আমার গালে একটা থাবড়া মারবেন।

ভাস্কর। আমি জবাব দেব না।

শশী-বসন্ত। আজ্ঞে, তা হ'লে খরচার দায়িকও হ'তে হচ্ছে, তা ঐ বাটিটা দিন।

ভাস্কর। আমি তো বলেছি যে দেব না।

শশী-বসন্ত। তা হ'লে হুজুর যদি অনুমতি করেন—তবে দাড়ি থেকে হুজুরের কাণের কাছে গিয়ে পৌঁছুই! (কাণ মলিয়া দেওন)

ভাস্কর। উঃ লাগে যে—কাণ ছাড়্ না।

শশী-বসন্ত। হুজুর অনুমতি করেন তো—

ভাস্কর। এই নে তোর বাটি! (বাটি প্রদান)

শশী-বসন্ত। হুজুর! চাঁপার সত্ত্ব ত্যাগ করলেন কি?

ভাস্কর। হাঁ হাঁ, করেছি। উঃ! জন্মের মতন ত্যাগ কল্লেম—ছাড়্ ছাড়্।

(চাঁপার প্রবেশ)

শশী-বসন্ত। হুজুর বিনা আপত্তিতে তোকে ত্যাগ করেছেন।

চাঁপা। আমি আড়াল থেকে সব শুনিছি। আগে বাটিটা আমার হাতে দে। (শশী-বসন্ত কর্ত্তৃক চাঁপাকে বাটি প্রত্যর্পণ)

(রক্ষীগণ সহ রণবীরের প্রবেশ)

রণ। এই তো আমি আপনার পরোয়ানা না নিয়েও প্রবেশ করেছি? চাঁপা, তোর ঠাকরুণকে বল্‌গে যে আমি এখানে আছি।

চাঁপা। আমি অমন মিছে খবর নিয়ে যেতে পারবো না; আপনি এখানে আসেননি, আর, এখানে আসতেও পারেন না। আপনি যে ঠাকরুণের শোবার ঘরে আছেন!

রণ। অ্যাঁ! সব সমান রে! আমাকে কি দেখতে পাচ্ছিসনি আমি রণবীর সিংহ?

চাঁপা। আগে আপনি বলুন দেখি, আমায় একটা আংটী আর এক থলে মোহর দিয়েছিলেন কি না?

রণ। সেকিরে? আমি তো দিইনি!

চাঁপা। তবে আপনি সত্যিকার সেনাপতি মশাই নন।

রণ। আমি এখনি ও সব ভুর ভেঙ্গে দিচ্ছি। রক্ষিগণ! আমার সঙ্গে এস।

চাঁপা। আপনি কষ্ট করবেন কেন? আমিই সেনাপতি মশাইকে ডেকে দিচ্ছি।

[প্রস্থান।

শশী-বসন্ত। (স্বগতঃ) এইবারেই মদন দমন হ'ল। বোধ হয় সখা ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছেন, তাই উপসংহার করে আনছেন। তা না হ'লে কি রণবীরসিংহ আর বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করতে পারে?

(রণবীরবেশী মদন, রামানন্দ ও বিশ্বনাথের প্রবেশ)

রণ-মদন। কার এত বড় স্পর্দ্ধা যে এ বাড়ীর মনিব সাজ-বার ভান করে আমার শান্তির ব্যাঘাত কচ্ছে!

রণ। ও হরি! এ কে?

রামা। কি আশ্চর্য্য!

বিশ্ব। দুটো রণবীরসিংহ!

রণবীর। এখন আমি সব বুঝতে পেরেছি। কোন দুষ্ট লোকে আমার রূপ ধারণ করে আমার সর্ব্বনাশ করেছে! উঃ—কি ভয়ানক অত্যাচার!—আর পাষণ্ড!—কি রক্ষিগণ! তোমরাও ঐ হতভাগার দিকে গেলে? আচ্ছা, আমি স্বয়ং কার্য্য নির্ব্বাহ করবো। (রণ-মদনের প্রতি ধাবমান)

ভাস্কর। এ হ'তে পারে না।

রণ-মদন। কিছু বলবেন না। পাগলে আর কি করতে

পারবে ? ও যদি যথার্থ রণবীর হয় তা হ'লে তর্ক করে সেটা প্রমাণ করতে ওর ভয় কি ?

রামা। (রণবীরকে ধারণ করিয়া) স্থির হ'ন্। আমাদের সেনাপতি আর বন্ধুর প্রতি কি কর্ত্তব্য তা আমরা বেশ জানি। তবে কে যে সেই সেনাপতি আর বন্ধু তা তো আমরা কিছুই স্থির করতে পারছিনি !

রণ। আমি যখন নিজে জানি যে আমিই যথার্থ রণবীর, তখন আর আপনাদের বুঝিয়ে দিতে কোন কষ্ট হবে না।

রণ-মদন। এই দেখুন উনি বিচার প্রার্থনা করেন না— উনি নিজেই বুঝিয়ে দিতে চান। আমার প্রস্তাব শুনুন— যখন আমার কণ্ঠমালা মেঘমালার সতীত্বের উপর সন্দেহ, তখন আমি ইচ্ছা করি, যে আপনারা উভয় পক্ষ শুনে এর মীমাংসা করুন। ভাস্কর মশাই মধ্যস্থ হ'ন।

রণ। বেশ, আমি প্রস্তুত আছি।

ভাস্কর। (জনান্তিকে শশী-বসন্তের প্রতি) কাকে জিতিয়ে দিতে বল ?

শশী-বসন্ত। (জনান্তিকে ভাস্করের প্রতি) একবার না হয় ন্যায্য বিচার করুন। ওটা নজীর হবে না, তার জন্য চিন্তা নাই।

রামা। আপনি জানেন আমি পোতাধ্যক্ষ। যুদ্ধ করবার আগে জাহাজ থেকে নাববার সময় ওঁতে আমাতে গোপনে কি কথা হয়েছিল, জিজ্ঞাসা করুন দেখি।

ভাস্কর। আসল রণবীর সিংহ আগে উত্তর দাও।

রণ ও রণ-মদন। আজ্ঞে, আমি বলেছিলেম।

ভাস্কর। স্থির হও স্থির হও। এতে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে

যে দুজনেই আসল—কারণ ওঁরা দুজনেই একেবারে কথা কয়েছেন। আচ্ছা, ভাল করে সন্দেহ মেটাবার জন্য আবার বলছি, যে নকল রণবীর সিংহ সেই আগে উত্তর দাও।

শশী-বসন্ত। দুজনেই তো চুপ করে রইলেন!

ভাস্কর। তা হ'লে ও পক্ষ থেকে স্পষ্টই প্রমাণ হচ্ছে যে এঁরা দুজনেই নকল!

শশী-বসন্ত। তবে আগে কথা কবে কে?

ভাস্কর। যে গোঁয়ার রণবীর সিংহ, সেই। আর যে ঠাণ্ডা রণবীর সিংহ সে চুপ করে থাকবে?

রণ। বোধ হয় আপনার স্মরণ আছে যে আমি আপনার কাণে কাণে বলেছিলেম আপনি জাহাজ থেকে নাববেন না।

রামা। ঠিক হয়েছে!

ভাস্কর। বস্ বস্! আমি রায় দিই।

রণ-মদন। আমিই তো ওঁর কাণে কাণে বলেছিলেম, আর তার কারণও বলেছিলেম—যদি আমার সৈন্যদল হেরে যায়, তা হ'লে আমার জন্যে জাহাজে একটু স্থান রাখবেন।

রামা। এও তো ঠিক!

ভাস্কর। তবে এও আসল—ও ও আসল।

বিশ্ব। আচ্ছা আপনি জানেন আমি কোষাধ্যক্ষ। যুদ্ধের আগের রাত্রে আপনি আমায় কি হুকুম দিয়েছিলেন বলুন দেখি?

ভাস্কর। কোন আপনিকে জিজ্ঞাসা করছো?

রণ। আমি বড় থলেটার উপর খুব নজর রাখতে বলেছিলেম।

ভাস্কর। বস্! এই তো হ'য়ে গেল।

রণ-মদন। সে থলেটার গায়ে একটা ত্রিশূলের চিহ্ন ছিল।

ভাস্কর। না, এরা দুজনেই দেখছি ভানুমতীর চেলা! এই আছে—এই নেই। তারপর 'আও হজরত, আও হজরত'—তারপর আবার যে কে সেই।

রণ। আপনি কি বলতে চান যে আমি অমরসিংহকে যুদ্ধে বধ করিনি?

রণ মদন। আপনি কি বলতে চান যে আমি কাল রাত্রে মেঘমালার কাছে ছিলেম না?

রণ। (স্বগতঃ) উঃ—এ কথায় আমার বক্ষে শত বৃশ্চিক-দংশনের চেয়েও যন্ত্রণা পেলেম! (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, অমর-সিংহকে বধ করবার আগে আমি যে ডান হাতে একটা আঘাত পাই, তার দাগ আজও আছে। প্রতারক! এইবার দেখ দেখি? (হস্তের বস্ত্র উত্তোলন)

ভাস্কর।
রামা।
বিশ্ব। } এই তবে আসল রণবীরসিংহ!

রণ-মদন। হুজুর যদি অনুমতি করেন—

ভাস্কর। হুজুর কোন অনুমতি করবেন না। তুমি চুপ কর, আমি রায় দিই।

রণ-মদন। হুজুর যদি এই দিকে একবার অনুগ্রহ করে দেখেন। (হস্তের বস্ত্র উত্তোলন)

রামা। ঠিকতো এক জায়গায় দেখছি!

বিশ্ব। রংটাও তো এক রকম!

ভাস্কর। তোমায় আবার বাক্যব্যয় করতে কে বল্লে? এইমাত্র না কথা কইতে বারণ করেছিলেম? মামলা চুকে গেছলো, আবার তুমি সব গুলিয়ে দিলে।

রণ। এ কি রকম হ'ল!

ভাস্কর। অমরসিংহ যে একটা, তার আর কোন সন্দেহ নাই; তবে সেও এই বদমাইসির ভিতর ছিল। একজন তাকে মেরে ফেল্লে, তার পর আবার আর এক জনের খাতিরে উঠে, আবার তার হাতে মরেছে।

(মেঘমালা ও চাঁপার প্রবেশ)

মেঘ। ও কথাই নয়।

চাঁপা। সত্যি কি না দেখবে চল।

মেঘ। (রণবীরের নিকট গিয়া) এই তো আমার জীবন-সর্ব্বস্ব!

রণ। দূর হ কুলটা! (দূরে নিক্ষেপ)

রণ-মদন। এস এস আমার হৃদয়লক্ষ্মি, আমার হৃদয়ে এস। যে তোমাকে কুলটা বলে, সে তোমার স্বামী হবার যোগ্য নয়।

মেঘ। নাথ, নাথ! আমার ভ্রম হয়েছিল। ঐ ধূর্ত্ত তোমার রূপ গ্রহণ করেছে বটে, কিন্তু তোমার হৃদয় গ্রহণ করতে পারেনি।

রণ। কি! আমার চক্ষের উপর এই সব কাণ্ড! আমি আপনাদের বিচার চাইনা—আমি নিজেই এর মীমাংসা করছি।

(রণ-মদনকে প্রহারোদ্যোগ ও রামানন্দ কর্ত্তৃক ধৃত হওন)

রণ-মদন। আপনি উতলা হবেন না। আমি সমস্ত সিংহ-

লের সমক্ষে মেঘমালার চরিত্রের দোষ অপনোদন করবো—মেঘমালা সতী সাধ্বী! [প্রস্থান।

রণ। পালাস কোথা? যমের বাড়ী গেলেও তোর নিস্তার নাই! আপনারা আমার সঙ্গে আসুন, আমি এখনি আপনাদের ভ্রম ভঞ্জন করে দিচ্ছি।

[রণবীর, মেঘমালা, ভাস্কর, রামানন্দ, বিশ্বনাথ ও রক্ষীগণের প্রস্থান।

(শশীর প্রবেশ)

শশী। (স্বগতঃ) না, বেটা আমায় জ্বালাতন করে তুল্লে! বাড়ীতে ঢুকতে মোটেই পেলেম না গা! ক্ষিদেয় যে নাড়ী জ্বলে গেল! এ বেটা আমায় পথভিখিরী না করে আর ছাড়লে না দেখছি। (গমনোদ্যত)

শশী-বসন্ত। শশী, আয়, আয়!

শশী। ঢের হয়েছে। যতই কেন শিশ দাওনা, লাঠিখেকো কুকুর আর শীগ্‌গির তার মনিবের কাছে ঘেঁসছে না।

শশী-বসন্ত। আমি তোকে আবার শশী হ'তে অনুমতি দিলেম।

শশী। আমায় মাপ কর দাদা; ও নামটা বড় কুলক্ষণে! যার মার খাবার সখ আছে সেই গিয়ে ঐ নাম নিক।

শশী-বসন্ত। না না—আর কোন ভয় নাই, আমি এখন নিজের পরিচয় দিই। আমি মদনদেবের সখা বসন্ত—নাম শুনেছিস তো? ঋতুরাজ বসন্ত!

শশী। বসন্তরাজ ঋতু! প্রাতঃপ্রণাম। (স্বগতঃ) উঃ ঢের ঢের বদমাইস দেখিছি কিন্তু এর মতন বকেয়া বদমাইস তো আমার নজরে কখন ঠেকেনি। (প্রকাশ্যে) তা আপনি যে

আমার চেহারা ধার করে ছলনা করছিলেন তা কেমন করে জানবো? আপনি তো আমার রূপ আবার ধারণ করবেন না? তা করেন তাতে দুঃখ নাই, তবে চেহারাটাও ধার দেব, আর পড়ে পড়ে মারও খাব—এও যে বিষম জ্বালা!

শশী-বসন্ত। না না, আর কোন ভয় নাই। তোর মতন পাজীলোক সাজতে আর আমার সখ নাই।

শশী। আঃ এখন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেম। তা এখন আমি আসি? নমস্কার মশাই, আমার বেয়াদবি মাপ করবেন।

[প্রস্থান।

চাঁপা। তবে তুই সত্যি সত্যি দেবতা?

শশী-বসন্ত। বিশ্বাস হ'ল না?

চাঁপা। পয়সা না থাকলে কি বিশ্বাস হয়?

শশী-বসন্ত। সেটা পৃথিবীর নিয়ম বটে। আচ্ছা, তুই এত পয়সা পয়সা করে মরিস কেন?

চাঁপা। পয়সা থাকলে যা ইচ্ছে করবো তাই পাওয়া যাবে বলে।

শশী-বসন্ত। আচ্ছা, পয়সা খরচ না করেও যদি সেই সব জিনিসপত্র পাওয়া যায়, তা হ'লে আর পয়সার দরকার কি?

চাঁপা। আচ্ছা, তা হ'লে পয়সার দরকার নেই। না না, সে হবে না—পয়সাও চাই, আর পয়সা খরচ না করেও জিনিস পত্তর চাই। আচ্ছা, তা কেমন করে পাওয়া যাবে বল্ দেখি?

শশী-বসন্ত। ভারি সহজ উপায় আছে, একবার চোখ মটকালেই পাওয়া যায়।

চাঁপা। দূর! নষ্টামি জুড়লি?

শশী-বসন্ত। তুই নিজেই পরীক্ষে করে দেখ্‌না।

চাঁপা। আচ্ছা বেশ! তবে আমি চোখ মটকাই?

শশী-বসন্ত। রোস্‌ রোস্‌। কি চাস্‌ আগে সেইটে স্থির কর্‌—মেয়েমানুষের পক্ষে সেটা বড় সহজ কাজ নয়!

চাঁপা। দেখি, না না—হাঁ—আচ্ছা, না হ'ল না—দাঁড়া দাঁড়া।

শশী-বসন্ত। আচ্ছা, আমিই বলে দিচ্ছি। মনে কর্‌ কাল তুই ভাস্কর হাকিমের সব টাকা পেয়েছিস।

চাঁপা। এ মনে করাটা বুঝি খুব সহজ হ'ল, না?

শশী-বসন্ত। তা হ'লে আজ তুই তাকে কি রকম জাঁক করে বিয়ে করবি বল্‌ দেখি?

চাঁপা। তা হ'লে আমি একটা খুব ভাল বাজনার দল আনাব, আর একটা খুব ভাল ওস্তাদ আনাব, সে কেবল টাকার মহিমে গাইবে।

শশী-বসন্ত। ভাল, এইবার তুই চোখ মটকা দেখি?

(চাঁপার চোখ মটকান ও নেপথ্যে বাদ্যধ্বনি)

চাঁপা। ও বাবারে! গেলুম রে! (পলায়নোদ্যোগ)

শশী-বসন্ত। দাঁড়া দাঁড়া—তোর ওস্তাদ আসছে—স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী, তোর টাকার ঠাকরুণ! (যষ্টি সঞ্চালন)

Ven purses is full, heads is empty ;—that's a prowerb.

Pickwick Abroad.

পট পরিবর্ত্তন।

কমল-কানন।

(লক্ষ্মীর আবির্ভাব)

গীত।

যার ধন নাই, তার নিধন ভাল,
এই ধনের সংসারে।
ধনে কেনে সকল সুখ, ধনে মূকের ফোটে মুখ,
যার ধন তাই তার দেখেনারে মুখ, দারা সুত পরিবারে॥
ধন দুর্ব্বলের বল হয়, ধনে হয়কে করে নয়,
ধনে কুরূপকে সুরূপ করে, নির্গুণকে গুণময় ;
আবার ধনের জোরে, হায়রে হায়রে,
যুধিষ্ঠির হয় জোচ্চোরে॥
ধনে হয় নির্দ্দোষী দণ্ডিত, কত ষণ্ডে হয় পণ্ডিত,
কত অকালকুষ্মাণ্ড হয় উপাধি-মণ্ডিত ;
ধনে খুনে পায় প্রাণ, আছে রে প্রমাণ,
ফাঁসীর আসামী দ্বীপান্তরে॥

চাঁপা। শুনলি টাকার মহিমে ? এখন জবাব দেনা, একেবারে চুপ যে ?

শশী-বসন্ত। সরস্বতী দেবী আমার হ'য়ে জবাব দেবেন।

চাঁপা। উনি চলে যাচ্ছেন যে ? দাঁড়াও না ঠাকরুণ ?

শশী-বসন্ত। ওঁদের দুজনের মুখ দেখাদেখি নেই—তবে তোর খাতিরে একত্র করে দিচ্ছি। (যষ্টি সঞ্চালন)

(সরস্বতীর আবির্ভাব)

গীত।

আর স্থান নাই, আর মান নাই, আমার ধনের রাজ্যেতে।
এখন "অধনেন ধনং প্রাপ্য তৃণবৎ জগৎ মন্যতে ॥"
এখন বিদ্যারত্ন মহাধন, এ কথার আর অর্থ নাই কোন,
বিবাহ কারণ, রতনে যতন, পণ নিরূপণ 'পাশে'তে ॥
মহাজনের বচন কররে শ্রবণ,
এ হেন রতন ভুলনা কখন,
"বিদ্বত্বঞ্চ নৃপত্বঞ্চ নৈব তুল্যং কদাচন।
স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে ॥"

লক্ষ্মী।— **গীত।**

মিছে মরচো কেন বকে?
যার ধন নাই, তারে এ সংসারে,
কেমনে চিনবে লোকে?

সর।— যার জ্ঞান নাই সে কি রাখতে পারে ধনে,
না সে ধনের ব্যাভার জানে?

লক্ষ্মী।— ও কথাই নয়—যে শুনবো কাণে।

সর।— জ্ঞানী হ'লে বুঝতে মানে—

লক্ষ্মী। বটে? বটে? চলে যাও, তোমার চাইনে দেখতে মুখ;

সর। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! তবেই আমার ফেটে গেল বুক!

লক্ষ্মী।— ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা মোরে—
তুমি গরিবের ঘরে যাও।

সর। ভাল ভাল, চলিলাম—তুমি ইতরের মাথা খাও ॥

You are my true and honorable wife.—*Julius Cæsar.*

পট পরিবর্ত্তন।

পূর্ব্বদৃশ্য—কক্ষ।

চাঁপা। এ সব কি হ'ল ? কিছুই তো বুঝতে পাল্লেম না !

শশী-বসন্ত। এইটে বোঝ যে মনের সুখই সুখ। ধনে মনের সুখ হয় না। আচ্ছা, বিদ্বানের কি সুখ তোকে দেখাচ্ছি।

চাঁপা। না না—আর সরস্বতীর চেলা দেখাতে হবে না। আমি তাদের সঙ্গে দেখা করতে চাইনে। তা হ'লে আমার লক্ষ্মীঠাকরুণ আমায় তেজ্যি করবেন। (স্বগতঃ) এটা দেখছি নিশ্চয়ই দেবতা ! তা, এর কাছে আর দাঁড়ান হচ্ছে না। আমার সোণার বাটিটে আবার উড়িয়ে নিতে পারে !

[প্রস্থান।

শশী-বসন্ত। হায় হায় ! স্ত্রীজাতি এই রকমই বটে ! লোকে কলিকালকে লৌহযুগ বলে, সেটা বড় ভুল। স্বর্ণযুগ বল্লেই ঠিক হয়—কেননা স্বর্ণই এ যুগের আরাধ্য দেবতা !

[প্রস্থান।

(রণবীরের প্রবেশ)

রণ। এ নিশ্চয়ই কোন দেবতা ! বল্লে 'আসছি'—চোখের পলক না পড়তে পড়তে একেবারে অদৃশ্য হ'য়ে পড়লো ! যদি দেবতা থাকেন, আমায় বুঝিয়ে দিন—আমার মেঘমালার চরিত্রে কোন দোষ আছে কি না !

দৈববাণী। মেঘমালা—সাধ্বী—সতী ! !

—

And, oh ! if there be an Elysium on earth,
It is this, it is this. *Thomas Moore.*

পট পরিবর্ত্তন।

কমল-কানন।

(সন্ন্যাসী)

গীত ।

নরের হবে সুমতি, একত্রে যবে বসতি,
কমলা সনে ভারতী, (পুনঃ) মদন-দমন।
ঋতুরাজ পাবে লাজ, বাসনার শিরে বাজ,
অমরাবতীর সাজ, ধরা ধরিবে তখন॥
দেবরাজের আদেশে, মদন ও বসন্ত এসে,
মর্ত্ত্যে কৈল অমল আনন্দ বিতরণ।
বুঝে এ লীলার মর্ম্ম, পালহ সংসার-ধর্ম্ম,
স্থিরভাবে হের এবে নন্দন-কানন॥

How beautiful beyond compare
Will paradise be found. *Montgomery.*

পট পরিবর্ত্তন।

নন্দন-কানন।

(অপ্সরাগণ)

গীত।

হের আনন্দ-আনন, নন্দন কানন,
ফলফুল অগণন রাজিছে।
(যথা) বন আর উপবন, নয়ন-মন-হরণ,
পরি' চারু আভরণ সাজিছে॥
(যথা) কোকিল-কাকলী, অপ্সরাস্বরে মিলি,
সুধামাখা তানে প্রাণে মাতিছে।
(যথা) শচীপতি শচীসনে, বসি' রতন-আসনে,
প্রণয়-পীযূষ-রসে ভাসিছে॥

গীত।

১ম অপ্সরা।—কৈ কৈ কৈ সখি! কৈ দেবী শচী?
২য় অপ্সরা।—দেখা পাবে তাঁর, আগে কর রুচি শুচি॥
৩য় অপ্সরা।—কখন ইন্দ্রসনে হবে দরশন?
২য় অপ্সরা।—ইন্দ্রিয়গণে তোমা ত্যজিবে যখন।
৪র্থ অপ্সরা।—একি তবে ভোগবিলাসের স্থান নয়?
২য় অপ্সরা।—না না না —হেথা বিরাজেন আনন্দময়।
সকলে।—এস তবে মিলি সবে, তাঁরি জয় গাই—
যদি জয়ন্তে আগে দেখা পাই॥

(জয়ন্তের আবির্ভাব)

অপ্সরাগণের সমবেত সঙ্গীত।

জয় জয় জয় দয়াময়!
নাশ বাসনা ভয়—আনন্দময়!
পাপী-তাপী পাপ-তাপচয়
কর কর লয়, আনন্দ-আলয়!
জয় জয় জয় জয়!!!

যবনিকা পতন।